ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7......

SEP 05 2002

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ

শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গে নির্বাচনী ওয়াদা আজো বাস্তবায়ন করেননি প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই বাস্তবায়ন করেননি। তারা বলেন, প্রতিশ্রুতি পালন না করে বরং জোট সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করছে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে গতকাল আয়োজিত এস সংবাদ সম্মেলনে তিনটি শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, নির্বাচনের আগে বর্তমান সরকারি দল এবং বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে শিক্ষকদের দাবিগুলোর পক্ষে তাদের বক্তব্য জোরেশোরে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু এখন কোনো পক্ষই শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কথা বলছেন না। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ শতকরা ১০০ ভাগ প্রদানের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আজও সেসব প্রতিশ্রুতি পালন না করে বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান পদে সংসদ সদস্য বা তার মনোনীত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনসহ তাদের ৭ দফা দাবি অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার সাক্ষাৎকারের আবেদন জানালেও আজ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস ও ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সারা দেশের থানা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের ৭ দফা দাবি আদায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

শিক্ষকদের ৭ দফার মধ্যে রয়েছে অভিন্ন ধারার গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক ও উপযোগিতামূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তন, শিক্ষাকে জাতীয়করণের লক্ষ্যে বৈষম্য দূর করে এমপিওভুক্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীর বার্ষিক প্রবৃদ্ধিসহ বেতনের সরকারি অংশ শতকরা ১০০ ভাগ প্রদান বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ৬৫ বছর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ প্রভৃতি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, ড. ম. আখতারুজ্জামান, প্রদীপ চন্দ্র চক্রবর্তী, চৌধুরী খুরশীদ আলম, অধ্যাপক এম এ বারী, মোঃ জহিরুদ্দিন প্রমুখ।